অনূর্ধ্ব ১৯ দল দ. আফ্রিকার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে আজ

সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেল ডিসেম্বরে এশিয়া কাপ শিরোপাজয়ের পর থেকেই বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল নিয়ে বয়সভিত্তিক আসন্ন বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে বল মাঠে গড়াবে। এই আসরে অংশ নিতে আজ মধ্যরাতে দেশ ছাড়বে টাইগার যুবারা।

বাংলাদেশ প্রায় দুই সপ্তাহ আগে যাচ্ছে, যাতে কন্ডিশনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে লড়তে পারে। বাকিটা বলে দেবে সময়। তার আগে গতকাল মিরপুর শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তুলেছে গ্রুপ ছবি। মাঠে স্যুট-বুটে মিনিট পাঁচেকের এই কার্যক্রমে কখনো কোচ-খেলোয়াড় সবাই মিলে তুলেছেন, আবার কখনো শুধু ১৫ জন খেলোয়াড় ছবি তুলেছেন। এটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেননি, এরপর মাঠ ঘুরে ঘুরে গ্রুপ সেলফি, একজন আরেকজনের ছবি তুলে দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন খেলোয়াড়েরা। এর ফাঁকেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আসরটি নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা ও প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বি ও দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আরিফুল ইসলাম।

দেশ ছাড়ার আগে হোম অব ক্রিকেটে গেল কিছুদিন ধরেই অনুশীলনে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন ক্রিকেটাররা। এর মধ্যে গত পরশু জাতীয় দলের বড় ভাই দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছেন বিশ্বের সেরা কোম্পানির (সিএ) ব্যাটও। সবকিছু মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে বেশ চাঙ্গা যু্বারা।

নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে আরিফুল ইসলাম জানান, নিজেদের ম্যাচগুলোতে বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং—তিন ডিপার্টম্যান্টেই ভালো ক্রিকেট খেলতে চান। এরপর নিজেদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, ‘আমাদের দলে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো। শেষ দেড় বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি সবাই। আমরা যা করি একসঙ্গেই করি। একে অপরকে সম্মান করি এবং সমর্থন করি। এই বন্ডিংটা যদি ধরে রাখতে পারি, তাহলে আশা করি বিশ্বকাপে ভালো ফল আসবে।’ এ সময় বিশ্বকাপে আসরসেরা এবং ব্যাট হাতে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার আশা প্রকাশ করেন আরিফুল।

এদিকে বিশ্বকাপে কম ভুল করলে শিরোপা নিজেদের ঝুলিতে দেখছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বি। এ সময় দলের কোন ক্রিকেটাররা পারফর্ম করলে ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারে, জানান তিনি। বলেন, ‘শিবলি-জিসান-আরিফুল-পিয়ান আর তিন পেস বোলার যদি ভালো করে, অবশ্যই আমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।’ এর আগে গত পরশু খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করে জাতীয় দলের বড় ভাই তামিম ইকবালের দিয়ে যাওয়া অনুপ্রেরণার কথা জানিয়ে বলেন, ‘উনি (তামিম ইকবাল) বলেছেন, ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলো তোমরা। উনি ওনার ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন।’

আসন্ন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটাই টাইগার যুবারা খেলবেন প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিপক্ষে। ২০২০ সালে আকবর আলীরা ঐ দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভারতকে হারিয়েই দেশকে প্রথম শিরোপা এনে দিয়েছিলেন। এছাড়া বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে এ দুই দেশের মুখোমুখি লড়াইয়ে সব সময়ই হাড্ডাহাড্ডি খেলা দেখা যায়। আসরের শুরুটাই এমন হাইভোল্টেজ ম্যাচ হওয়ায় দলে কিছুটা চাপে রয়েছেন কি না, অধিনায়কের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘আসরে প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়া নাকি অন্য কেউ, কোনো কিছু ম্যাটার করে না। আমাদের কাছে তারা শুধু একটা দল। প্রতিপক্ষ মানে প্রতিপক্ষ, ঐটাতে কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ দেখি না।’ অধিনায়কের কাছে নিজেদের দলের বড় শক্তির জায়গা হচ্ছে নিজেদেরে খেলোয়াড়েরা এবং নিজেদের মধ্যে থাকা বন্ডিং।

অন্যদিকে আসন্ন বিশ্বকাপে টাইগার যুবাদের ভালো ফলের সম্ভাবনা দেখছেন দলের ব্যাটিং পরামর্শকের দায়িত্বে থাকা সাবেক ভারতীয় ব্যাটার ওয়াসিম জাফর। প্রায় দুই বছর ধরে এই দলের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। তাই যুব টাইগারদের নিয়ে তার প্রত্যাশাও বড়। বলেন, ‘দারুণ আবহ দলটার মধ্যে। ছেলেরা অনেক পরিশ্রম করে নিজেদের গড়ে তুলেছে। যে জায়গায় আমরা ওদের দেখতে চেয়েছি, সেটা হয়েছে। ওরা চাপ নিয়ে খেলুক তা চাইব না। ফল কেমন হবে তা নিয়ে যা ভাবুক। ওরা কিন্তু এভাবে খেলেই এশিয়া কাপ জিতেছে, বাংলাদেশে প্রথম কোনো দল এই অর্জন করল। আমাদের তাই ওদের ওপর আস্থা রাখতে হবে।’

বিদায়ী ইনিংসে ওয়ার্নারের ফিফটি, হোয়াইটওয়াশ পাকিস্তান

সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছিল অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে থেকে সিডনি টেস্টে মাঠে নেমেছিল অজিরা। তবে ম্যাচ দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। বিদায়ী ইনিংসে ফিফটির দেখা পেয়েছেন এই অজি ওপেনার। আর ৮ উইকেটের জয়ে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করেছে স্বাগতিকরা।

নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩১৩ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৯৯ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ১৪ রানের লিড পায় পাকিস্তান। ১৪ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১১৫ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান।

১৩০ রানের টার্গেট পায় অস্ট্রেলিয়া। সহজ এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই উসমান খাজার উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে যান এই ওপেনার।

এরপর মার্নাস লেবুশানেকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন বিদায়ী টেস্ট খেলতে নামা ওয়ার্নার। ফিফটি পূরণ করেন ওয়ার্নার। এই দুই ব্যাটারের ১১৯ রানের জুটিতে ভর করে জয়ের ভীত পায় অস্ট্রেলিয়া।

তবে ৭৫ বলে ৫৭ রানের ইনিংস খেলে সাজঘরে ফিরে যান ওয়ার্নার। এরপর ক্রিজে আসা স্টিভেন স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে ২৫ ওভার ৫ বলে দলের জয় নিশ্চিত করে লেবুশানে। ৭৩ বলে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। এই জয়ে পাকিস্তানকে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ করলো অস্ট্রেলিয়া।

সূত্র: ইত্তেফাক

লিড নেওয়ার পরও করুণ অবস্থা পাকিস্তানের

সিডনি টেস্ট নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩১৩ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৯৯ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ১৪ রানের লিড পায় পাকিস্তান। তবে লিড নেওয়ার পরও স্বস্তিতে নেই সফরকারীরা। ১৪ এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে ৬৮ রান সংগ্রহ করতেই ৭ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিন শেষ করে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের ৩১৩ রানের জবাবে মার্নাস লেবুশানে ও মিচেল মার্শের ফিফটিতে ভর করে ২৯৯ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়া। লেবুশানে ১৪৭ বলে ৬০ ও মার্শ ১১৩ বলে করেন ৫৪ রান। পাকিস্তানের পক্ষে আমের জামাল নেন ৬টি উইকেট।

১৪ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় পাকিস্তান। দলীয় ১ রানে জোড়া উইকেট হারায় তারা। এরপর সায়েম আয়ুব ও বাবর আজম মিলে শুরু ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

৫৭ রানের জুটি গড়েন এই দুই ব্যাটার। তবে দলীয় ৫৮ রানে ৫৩ বলে ৩৩ রান করে সাজঘরে ফিরে যান সায়েম। এরপর ৯ রানের মধ্যে আরও ৪ উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে পাকিস্তান।

শেষ পর্যন্ত ২৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান সংগ্রহ করে দিন শেষ করে সফরকারীরা। ৮২ রানের লিড পেয়েছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জস হ্যাজেলউড নেন ৪টি উইকেট।

সূত্র: ইত্তেফাক

স্টাম্পিং ও কনকাশন বদলির

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নতুন পথে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড

গেল বছর ভারতের ওয়ানডে বিশ্বকাপ চলাকালে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) ওপর দেশটির সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। যা এখনো চলমান।

এবার ক্রিকেট বোর্ডের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঠেকাতে নতুন পন্থা অবলম্বন করছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। আর নতুন এই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ক্রিকেট বোর্ডের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রোধ এবং ক্রিকেট বোর্ডের আইনকে আরো শক্তিশালী করা।

বর্তমানে নতুন প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য হলো বোর্ডের কাঠামো এবং বিভিন্ন স্তরে, যেমন স্কুল, জেলা এবং প্রদেশে ক্রিকেটকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করা। সেই সঙ্গে বর্তমানে ক্রিকেট-দুর্নীতি ও অনিয়মগুলো উদ্ঘাটন করা এবং এই নতুন আইনে ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনায় স্বচ্ছতা এবং ক্রিকেট বোর্ডের সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনা।

আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল শ্রীলঙ্কায়। তবে আইসিসির নিষেধাজ্ঞার পর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করার দায়িত্ব পায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

ব্রাজিলের ‘জোকার’কে দলে ভেড়াল পিএসজি

সবসময় হাসিখুশী থাকার কারণে দলের মধ্যে ‘দ্য জোকার’ হিসেবে খ্যাত ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার লুকাস বেরালডো। এবার সেই জোকারকে দলে ভিড়িয়েছে পিএসজি। ২০ বছর বয়সী বেরালডোকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে দলভুক্ত করেছে ফরাসি ক্লাবটি। এর মাধ্যমে সাও পাওলোর

সঙ্গে তার তিন বছরের সম্পর্কের অবসান হলো। ২০২৩ সালে সাও পাওলোর হয়ে বেরালডো কোপা ডো ব্রাসিল জয় করেছিল।

যেকোনো ম্যাচ শুরুর আগে হাসিখুশী থাকলে তা মানসিক প্রস্তুতিতে সহায়তা করে বলে বিশ্বাস করেন বেরালডো। পিএসজিতে যোগদান ক্যারিয়ারের অনেক বড় একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করছেন এই ডিফেন্ডার। তিনি বলেন, ‘পিএসজির মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি দলের হয়ে চুক্তি করতে পেরে আমি দারুণ খুশী। এটা আমার ক্যারিয়ারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, যা আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। সতীর্থদের সাথে দেখা করার জন্য মুখিয়ে আছি। পিএসজির জার্সি গায়ে মাঠের নামার অপেক্ষা আর শেষ হচ্ছেনা।’

পিএসজি গত কয়েক বছরে লিওনেল মেসি, নেইমারদের মত সুপারস্টারদের দলে ভিড়িয়ে খুব একটা সফল হয়নি। আর সে কারণেই সেই পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে এসে বোরালডোর মত খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসজি। ক্লাবের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, তারা যুব দলের খেলোয়াড়দের দিকে নজর দিয়েছে। তাদের সঙ্গে কম বেতনে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করা সম্ভব।

সূত্র: ইত্তেফাক

২০২৪ সালে টাইগারদের ব্যস্ত সূচি

নিউজিল্যান্ডে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ২০২৩ সাল শেষ করেছে বাংলাদেশ দল। এ বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপসহ বেশ ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে ক্রিকেট পাড়া। তবে আজ থেকে শুরু হওয়া নতুন এই বছরে আরো ব্যস্ত সময় কাটাবেন সাকিব-শান্ত-মিরাজরা।

আসন্ন ঘরোয়া প্রিমিয়ার লিগ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছাড়াও দেশ-বিদেশ মিলিয়ে সাত দেশের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। এমনটি জানা গিয়েছে আইসিসির এফটিপি (ফিউচার ট্যুর প্ল্যান) অনুযায়ী।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরেই আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবে। আসন্ন এই বিপিএলের দশম আসর যা চলবে প্রায় দেড় মাস পর্যন্ত। আসরটির পর্দা নামবে আগামী ১ মার্চ। তবে ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বাংলাদেশ সফরে আসবে শ্রীলঙ্কা। তিন ফরম্যাটের সিরিজ খেলবে দুই দল। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও সমানসংখ্যক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাশাপাশি দুই দল দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজও খেলবে, যা আবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।

এর পরই এপ্রিলে বাংলাদেশ সফরে আসবে জিম্বাবুয়ে দল। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। এই সিরিজ শেষ করে জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরে অংশগ্রহণ করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন টাইগাররা। ঐ আসরের গ্রুপ পর্বে সবগুলো দল চারটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে।

ঐ টুর্নামেন্টটি শেষ করেই আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন টাইগাররা। সেখানে স্বাগতিকদের বিপক্ষে দুইটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। যদিও খেলা আফগানিস্তানেই হবে—নাকি অন্য কোথাও তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সেখান থেকে পাকিস্তান সফরে যাবে বাংলাদেশ। আগস্টে সেখানে দুইটি টেস্ট খেলবেন টাইগাররা। এরপর ভারত সফরে যাবেন তারা। এই সফরে দুইটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সফরটি মাঠে গড়াবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে।

টানা তিন সফর শেষে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আতিথ্য দেবে শান্ত-লিটনরা। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে দুই ম্যাচ খেলে ফিরে যাবে প্রোটিয়ারা। এরপর বাংলাদেশ দল যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে সেখানে দুই টেস্ট, তিন ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ। এই সফর দিয়েই ২০২৪ সাল শেষ করবে বাংলাদেশ দল।

সূত্র: ইত্তেফাক

সরাসরি এশিয়ান ট্যুরে খেলতে পারবেন না সিদ্দিকুর

এশিয়ান ট্যুরের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণত বছর শেষে অর্ডার অব মেরিটের সেরা ৬৫তম স্থানে থাকা গলফাররাই সরাসরি খেলার সুযোগ পান। কিন্তু এবার সেই সুযোগ পাচ্ছেন না বাংলাদেশের গলফের পোস্টারবয় সিদ্দিকুর রহমান। কারণ এবার তিনি বছরটা শেষ করেছেন ৯১তম হয়ে। এটা সিদ্দিকুর রহমানের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্স।

এজন্য আগামী বছর চাইলেই সরাসরি তিনি এশিয়ান ট্যুরের কোনো টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না তিনি। তবে এটা সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা নির্ভর করছে ৩৯ বছর বয়সী সিদ্দিকুর যদি আয়োজকদের কাছ থেকে ওয়াইল্ডকার্ড পান তাহলে খেলতে পারবেন।

২০১০ সালে ব্রুনাই পেন জয়ের পর থেকে আর কখনো এশিয়ান ট্যুর মিস করেননি। ১৩ বছরে বিভিন্ন দেশের ১২টা খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন সিদ্দিকুর, যোগ্যতার বলে। এবার প্রথম ট্যুর কার্ড হারালেন তিনি। এশিয়ার বড় মঞ্চ থেকে ছিটকে গেলেন। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত তাইওয়ান গ্লাস তাইফং ওপেনের দুই রাউন্ড শেষে যুগ্মভাবে শীর্ষে থাকলেও সিদ্দিকুর শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারেননি। খেলা শেষ করেছেন ২১তম স্থান হয়ে। শেষ দুই রাউন্ডে সিদ্দিকুর খুব বাজে খেলেছেন। সেটাই সিদ্দিকুরের জন্য খারাপ সংবাদ কিংবা দেশের গলফের জন্য বাজে সংবাদ আনল।

আগামী বছরটা কেমন যাবে, তা নির্ভর করছে সিদ্দিকুর কতটা ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেন তার উপর। এশিয়ান ট্যুর ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে সিদ্দিকুর রহমান জানিয়েছেন যেটা চলে গেছে সেটা নিয়ে তিনি ভাবছেন না। ট্যুর কার্ড নিয়ে ভাবলে উলটো চাপে পড়ে যাবেন। চাপ নিতে চাইছেন না। তিনি বলেছেন, ‘আমি ট্যুরকার্ড নিয়ে চাপ নিতে চাই না। আপাতত খেলাটা উপভোগ করতে চাই।’

প্রিমিয়ার ফুটবলে হোঁচট খেল মোহামেডান

প্রিমিয়ার ফুটবলে এক ম্যাচ জয়ের স্বাদ না ফুরাতেই দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে মোহামেডান। গোল করে গোল ধরে রাখতে পারেনি। একটু ছোট ভুলে গোল হজম করে মোহামেডান ১-১ গোলে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের বিপক্ষে ড্র করে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় ফিরেছে।

২২ ডিসেম্বর প্রিমিয়ার লিগ শুরুর প্রথম দিন রাজশাহিতে নিজেদের প্রথম খেলায় ফর্টিসের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় পেয়েছিল মোহামেডান। সেই খেলায় প্রথমার্ধে গোল করে মোহামেডান এগিয়ে গেলেও বিরতির আগেই গোল হজম করেছিল। খেলার ৯০ মিনিটে মোহামেডান গোল পেয়ে ম্যাচ জিতেছিল। এবার শেখ রাসেলের বিপক্ষে খেলার ১০ মিনিটে গোল পেয়ে সেটি ধরে রাখতে পারেনি কোচ আলফাজের মোহামেডান।

শাহারিয়ার ইমনের উত্স থেকে মালির ফুটবলার, মোহামেডান অধিনায়ক সুলায়মান দিয়াবাতে গোল করেন ১-০। প্রথমার্ধটা দেখে মনে হচ্ছিল গোলসংখ্যা বাড়বে। সুযোগ পাচ্ছিল মোহামেডান। কিন্তু বারবার সুযোগগুলো কাজে লাগছিল না। এটাকিং থার্ডে গিয়ে মোহামেডান আটকে যাচ্ছিল। ফাইনাল পাস বার বার নষ্ট হয়েছে। কালকের ম্যাচে শেখ রাসেল পিছিয়ে থাকলেও হাল ছেড়ে দেয়নি। মোহামেডান ফুটবলাররা একপর্যায়ে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। মনোযোগ কম ছিল।

৬৪ মিনিটে সেই সুযোগটা কাজে লাগায় শেখ রাসেল। বরুন্ডির ফুটবলার সেলেমানি ল্যান্ডি এনডুকুমানা মোহামেডান গোলরক্ষক সুজন হোসেনকে ফাঁকি দিয়ে গোল করেন ১-১। মোহামেডান যখন জেগে ওঠে, তখন আর ম্যাচ হাতে নেই। গোল পরিশোধ করার জন্য আগে-পরে পাঁচ জন ফুটবলার পরিবর্তন করে শেখ রাসেল। মোহামেডান পরিবর্তন করে এক জন। আরিফের বদলে জাফর ইকবালকে মাঠে নামায়। শেখ রাসেলের গোলের অ্যাসিস্ট করেছে জাতীয় দলের স্ট্রাইকার সুমন রেজা।

শেখ রাসেল তাদের প্রথম খেলায় শেখ জামালকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল। সেই ম্যাচেও গোলের উত্স ছিলেন সুমন রেজা। এখন ক্লাবের জার্সিতে একাদশে খেলছেন। গত মৌসুমে বসুন্ধরা কিংসে ছিলেন। দুই বছর। কিন্তু একাদশে খেলার সুযোগ ছিল না। বেঞ্চে বসে বসে সময় কাটিয়েছেন। আর যখন জাতীয় দলের খেলার প্রয়োজন হতো তখন সুমন

রেজাকে তৈরি হতেই সময় চলে যেত। এখন দল চেঞ্জ করে নিয়মিত মাঠে নামায় সামনে তার জন্য ভালো সুযোগ আসতে পারে।

ফুটবল সম্রাটকে হারানোর এক বছর

২০২২ সালের আজকের দিনে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি ফুটবল সম্রাট পেলে। ৮২ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

লম্বা সময় কিডনি এবং প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে রুটিন চেকআপের অংশ হিসেবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পেলে। তবে সেখান থেকে আর ঘরে ফেরা হয়নি কিংবদন্তি এই ফুটবলারের। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে তার জন্য প্রার্থনায় বসেন ভক্তরা। পেলে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখে যেতে পারলেও নতুন বছরের আগে বিশ্বকে কাঁদিয়ে চলে যান পেলে।

ফুটবল সম্রাটের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর। বাবার দেওয়া নাম এডসন আরান্তেস দি নাসিমেন্তো। সে নামে অবশ্য তাকে চেনেনি বিশ্ব। ১৯৫৮ সালে ব্রাজিলের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন তিনি। পর পর চারটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। তার মধ্যে তিন বার চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। বিশ্বের আর কোনও ফুটবলারের তিনটি বিশ্বকাপ জয়ের নজির নেই।

সূত্র: ইত্তেফাক